সঙ্ঘাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণামাতাজীর মহাপ্রয়াণ

শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের পঞ্চম সঙ্ঘাধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণামাতাজী প্রয়াত হয়েছেন গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪, সকাল ৯.৫৪ মিনিটে শ্রীসারদা মঠ মূলকেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে।

মাতাজীর পূর্ব নাম চামেলি সোম। জন্ম ১৯২৭ সালে। ছোটবেলা কেটেছে ভাগলপুরে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা মাতাজী দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তরের পর বি টি পাশ করে সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৯৫৭ সালে, সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে। ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবিষয়ের সুখবোধ্য আলোচনা, সস্নেহ পাঠদান ছাত্রীদের মুগ্ধ করত। আজও ছাত্রীরা সানন্দে স্মরণ করেন, ভূগোল ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে নিখুঁত মানচিত্র এঁকে চামেলিদি কেমন অবলীলায় পাঠ্যবিষয় আত্মস্থ করিয়ে দিতেন।

শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর কাছে মাতাজীর ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ—যথাক্রমে ১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালে। নিবেদিতা স্কুল থেকে তিনি শ্রীসারদা মঠের মূলকেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে চলে আসার পর মঠের পাশেই অবস্থিত 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন নিবেদিতা বিদ্যাপীঠ'-এর দায়িত্ব পান। এই স্কুলে তিনি বহু বছর ধরে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে স্থানীয় দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদান করেছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা, হাতের কাজ, বাগান করা—সব হাতে-কলমে শেখাতেন। সংগ্রহ করে দিতেন পড়াশোনার সরঞ্জাম ও পুষ্টিকর খাবার, তাদের মায়েদের সাহায্য করতেন বিভিন্নভাবে। বহু দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে তিনি উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে স্বাবলম্বী করেছেন। নিজের কাছে রেখে সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের দিয়ে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রীদের পড়ানোর ব্যবস্থা করতেন, তারা আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে আপদে বিপদে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভরসার স্থল।

শ্রীসারদা মঠের মুখপত্র 'নিবোধত' পত্রিকার সূচনা (১৯৮৭) থেকেই তিনি সযত্নে প্রুফ দেখে দিতেন এবং সম্পাদনা সংক্রান্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সম্পাদিকাদ্বয় বেদান্তপ্রাণামাতাজী ও সদাত্মপ্রাণামাতাজীকে সাহায্য করতেন। সিস্টার নিবেদিতার জন্মশতবর্ষে 'The Complete Works of Sister Nivedita' সংকলন ও গ্রন্থপ্রস্তুতির কাজে তিনি প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণামাতাজীকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন।

মাতাজী বহু বছর ধরে মঠের অছি পরিষদের সদস্য হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অবশেষে ২০১৭ সালে তিনি শ্রীসারদা মঠের অছি পরিষদের ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্যা হন এবং দীক্ষাদান শুরু করেন। তিনি সহাধ্যক্ষার পদ অলংকৃত করেন ২০১৮ সালে। ২০২৩ সালের ১৪ জানুয়ারি, স্বামীজীর শুভ জন্মতিথিতে তিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষা পদে বৃত হন।

মাতাজীর ব্যক্তিত্ব ঋজু ও মধুর—তাঁর ঈশ্বরনির্ভর, সরল, অকপট, দৃঢ়, সদাসচেতন, স্পষ্টবাদী চরিত্র চিরকাল সকলের সম্ভ্রম অর্জন করেছে। তাঁর আদর্শমণ্ডিত জীবন সঙ্ঘের সামনে চিরন্তন প্রেরণা। তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমাদের প্রাণের প্রণাম জানাই।